শৌলের ব্যর্থতার কারণ

(Reason for Saul's Failure)

১শমূয়েল ১৩ অধ্যায় ৯-১৪ পদ

১২ অধ্যায়ের জাতির উদ্দেশে শমূয়েলের শেষ ভাষণ এমন কথা বলে শেষ হয়েছিল, *"তোমরা কেবল সদাপ্রভুকে ভয় কর, ও সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে তাঁর সেবা কর; কারণ দেখ, তিনি তোমাদের জন্য মহৎ মহৎ কাজ করলেন। কিন্তু তোমরা যদি মন্দ আচরণ কর, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা উভয়ে বিনষ্ট হবে।"* এখন ইজ্রায়েলের উপর রাজা হিসাবে শৌলের রাজত্ব সফল হবে, না ব্যর্থ হবে, তা নির্ভর করবে শমূয়েলের এই কথার প্রতি শৌলের আচরণের উপর। ১৩ অধ্যায়ের থেকে প্রথম শমূয়েল পুস্তকে একটি নতুন বিভাগের সূচনা হয়েছে, যেখানে আমরা শৌলের রাজত্বের বিভিন্ন মূখ্য ঘটনার বর্ণনা দেখতে চলেছি। ৯-১১ অধ্যায়ে যখন শৌলের বিষয় বিভিন্ন ইতিবাচক বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছিল, তখন ১৩-১৫ অধ্যায়ে তার সম্বন্ধে কয়েকটি নেতিবাচক বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বরই শৌলকে মনোনীত করেছিলেন এবং তা ছিল খুবই উত্তম মনোনয়ন। তাই, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শৌলের রাজত্বে যে কোনও ব্যর্থতার কারণ এই নয় যে, সে ছিল ভুল পদে ভুল ব্যক্তি, কিম্বা তার মধ্যে সাফল্যের কোনও সম্ভাবনা ছিল না; পরিবর্তে, তার রাজত্বে ব্যর্থতার কারণ হল, তার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাকে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা সে পালন করেনি (১৩ পদ)।

ক। পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের কারণ (১-৭ পদ)

১শমূয়েল ৪:৯ পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ইজ্রায়েলীরা এক অর্থে পলেষ্টীয়দের দাস ছিল। আবার ৪ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক আনা সত্ত্বেও ইজ্রায়েলীরা পলেষ্টীয়দের কাছে পরাজিত হয়েছিল। আবার ১০:৫ পদে আমরা দেখেছি যে, ইজ্রায়েলের উপর রাজা হবার জন্য ঈশ্বর যে শৌলকে মনোনীত করেছেন, তা শমূয়েলের কাছ থেকে জানার পর, শৌল ইজ্রায়েলের যে নগরে গিয়ে অন্য ভাববাদীদের সঙ্গে ভাবোক্তি প্রচার করেছিল, সেই নগরে পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদল মোতায়েন ছিল। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, শৌলের সময় পলেষ্টীয়রা যদিও ইজ্রায়েলের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে বসবাস করত, কিন্তু ইজ্রায়েলকে তাদের অধীন রেখে ইজ্রায়েলের বিভিন্ন নগরে তাদের প্রহরী সৈন্যদল রেখেছিল। ইজ্রায়েলেকে এইভাবে, সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন না করে, তাদের অধীনতা স্বীকারকারী দেশ হিসাবে অবশিষ্ট রাখার পেছনে তাদের ব্যবসা-বানিজ্য (১৩:১৯-২৩) এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তিধর দেশের সঙ্গে যুদ্ধের ঝুঁকি লাঘব করার প্রাবর-দেশ হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যকে আমরা নির্দেশ করতে পারি। আর তাই, ইজ্রায়েলের রাজা চাইবার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, এই পলেষ্টীয়দের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা। এর আগে অম্মোনীয় নাহশের বিরুদ্ধে শৌলের নেতৃত্বে বিশাল জয় লাভ সম্ভব হয়েছে; আর তাই, এই অংশে আমরা সেই পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শৌলকে নেতৃত্ব দিতে আমরা দেখতে চলেছি।

১। ইজ্রায়েলের সৈন্যদল গঠন (১-২ পদ): গিল্গলে শৌলের রাজাভিষেক (১১:১৪-১৫) হবার প্রায় ২ বৎসর পরের কথা এখানে বলা হয়েছে। এর আগে অম্মোনীয় নাহশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার জন্য শৌল ইজ্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে লোক পাঠিয়ে আহ্বান করেছিল, তখন প্রায় ৩ লক্ষ্য ৩০ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। যুদ্ধে তারা জয়লাভও করেছিল, কিন্তু শৌল তাদের মধ্য থেকে মাত্র ৩ হাজার জনকে বেছে নিয়েছিল, এবং অন্যদের নিজের নিজের তাম্বুতে বিদায় করেছিল। এদের মধ্যে ২ হাজার জনকে মিক্মসে ও বৈথেলে শৌল নিজের কাছে রেখেছিল; আর ১ হাজার জনকে তার যুবক-পুত্র যোনাথনের নেতৃত্বে তার নিজ নগর গিবিয়াতে রেখেছিল।

২। গেবাতে পলেষ্টীয় প্রহরী সৈন্যদলকে যোনাথনের আঘাত (৩-৪ পদ): ৩ পদে বলা হয়েছে, *"পরে যোনাথন গেবাতে স্থিত পলেষ্টীয় সৈন্যদলকে আঘাত করল।"* এর আগে ১০:৫ পদে, ইজ্রায়েলের নগরে যে পলেষ্টীয় প্রহরী সৈন্যদলের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছিল, হয়ত তার দ্বারা গেবায় স্থিত এই পলেষ্টীয় সৈন্যদলকেই নির্দেশ করা হয়েছিল। যাইহোক, যোনাথন এখন যুবক এবং সে আত্মবিশ্বাস ও প্রবল উৎহাসে পূর্ণ। তাই সে তেমন চিন্তা না করে; বা পরিণাম কী হতে পারে, তা না ভেবে; উপযুক্ত যুদ্ধ-কৌশল স্থির না করে; তার বাসগৃহের কাছে গেবার পলেষ্টীয় প্রহরী সৈন্যদলকে আক্রমণ করে বসল। ১১ অধ্যায়ে যাবেশ-গিলিয়দের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যুদ্ধে শৌল যেমন সুকৌশলে অম্মোনীয়দের আক্রমণ করেছিল, সেই ধরণের কোনও কৌশল ছাড়াই, যোনাথন সেই পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করেছিল। ধরা যেতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে জয় যেহেতু তেমন কঠিন ছিল না, সেইহেতু যোনাথন তাদের আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এর পরিণাম কী হতে পারে, তা যোনাথন চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেনি। কিন্তু তার পিতা শৌল এখন যথেষ্ট অভিজ্ঞ, আর তাই শৌল যখন যোনাথনের দ্বারা সেই আক্রমণের কথা শুনতে পেল, তখন সে সহজেই উপলব্ধি করেছিল যে, এর পরিণাম কত মারাত্মক হতে পারে, এই আক্রমণের পলেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া কত হিংস্র ও উন্মত্ত হতে পারে। তাই, *"শৌল দেশের সর্বত্র তূরী বাজিয়ে বলল, সমস্ত ইব্রীয়েরা শুনুক"* (৩খ পদ)। অর্থাৎ, শৌল তৎক্ষণাৎ ইজ্রায়েলীদেরকে স্বেচ্ছায় পুনরায় মিলিত হতে আহ্বান করল। এই সময় ইজ্রায়েলের প্রচুর সৈনের প্রয়োজন। আর তাই, যোনাথনের দ্বারা পলেষ্টীয়দের আক্রমণের দায়িত্ব শৌল নিজে গ্রহণ করে বলল, *"শৌল পলেষ্টীয়দের সেই প্রহরী সৈন্যদলকে আক্রমণ করেছে"* (৪ক পদ)। শৌল তাদেরকে গিল্গলে মিলিত হতে বলল, যেখানে অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে শৌলের নেতৃত্বের জয়লাভের আনন্দ-অনুষ্ঠান তারা পালন করেছিল এবং শৌলের রাজাভিষেক হয়েছিল। এর দ্বারা, (১) শৌল তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করতে চেয়েছিল। (২) তার সঙ্গে সঙ্গে এই স্থান ছিল পলেষ্টীয় সীমান্ত থেকে যথেষ্ট দূরবর্তী, যার ফলস্বরূপ সদাপ্রস্তুত সৈন্যদলকে সামনে রেখে, এদেরকে সংগঠিত করার সুযোগ ছিল। (৩) অন্যদিকে, ১০:৮ পদে শমূয়েল যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা মেনে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে শমূয়েলকে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর সুযোগও ছিল।

৩। পলেষ্টীয়দের প্রতিক্রিয়া (৫-৭ পদ): যোনাথনের এই কাজকে পলেষ্টীয়রা সহ্য করতে পারেনি। আর তাই ৪ পদে বলা হয়েছে, *"আর ইজ্রায়েল পলেষ্টীয়দের কাছে ঘৃণাস্পদ হয়েছে।"* তারই প্রকাশ আমরা ইজ্রায়েলের বিরুদ্ধে তাদের সৈন্য রচনার মধ্যে দেখতে পাই। ৫ পদে বলা হয়েছে, ৩০ হাজার রথ, ৬ হাজার অশ্বারোহী এবং সমুদ্রতীরের বালির ন্যায় পদাতিকদের পলেষ্টীয় সৈন্যদল মিক্মসে শিবির স্থাপন করল।

মিক্মসে যখন এমন বিশাল পলেষ্টীয় সৈন্যদের শিবির স্থাপন করার খবর পেয়ে ইজ্রায়েলীরা ভয় পেল। ৬ পদে বলা হয়েছে, *"তখন ইজ্রায়েল লোকেরা নিজেদের বিপদগ্রস্ত দেখল, কারণ তারা উপদ্রুত হচ্ছিল।"* এমন পরিস্থিতিতে এই বিশাল সৈন্যদলের সরাসরি মুকাবিলা করা যেহেতু খুবই কঠিন কাজ, ইজ্রায়েলীদের মধ্যে অনেকে গুহাতে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, দৃঢ় গৃহে অথবা গর্তে লুকালো। হয়ত তারা গেরিলা আক্রমণের কথা ভেবেছিল। কিন্তু ৭ পদের বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, ইজ্রায়েলীদের মধ্যে অনেকে পালিয়ে আত্মরক্ষার পথ বেছে নিয়েছিল। শৌল এই সময় তার সঙ্গে কিছু লোকদের নিয়ে গিল্গলে ছিল (৭ক পদ)। ধরা যেতে পারে, শৌল তাদের শমূয়েলের আসবার কথা বলেছে, তাই তারা সেখানে অপেক্ষা করছে। কিন্তু পরিস্থিতি খুবই শোচনীয় আকার ধারণ করেছে, আর তা-ই, শৌলের পশ্চাদগামী লোকেরা কাঁপতে শুরু করেছে (৭খ পদ)।

খ। পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে শৌলের প্রস্তুতি (৮-১৫ পদ)

শমূয়েলের যে কথাকে ভিত্তি করে, শৌল শমূয়েলকে গিল্গলে এসে ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করতে অনুরোধ করেছে, তা আমরা ১০:৮ পদে পাই: *"তুমি আমাদের আগে আগে গিল্গলে নেমে যাবে, আর দেখ, হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করার জন্য আমি তোমার কাছে যাব; আমি যাবৎ তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে তোমার কর্তব্য তোমাকে না জানাই, তাবৎ ৭দিন অপেক্ষা করবে।"* এখানে শৌলের প্রতি শমূয়েলের নির্দেশ খুবই পরিষ্কার: (১) শৌলকে গিল্গলে যেতে হবে এবং শমূয়েলের জন্য সেখানে তাকে অপেক্ষা করতে হবে; (২) শমূয়েলের সেখানে পৌঁছাতে ৭দিন সময় লাগবে; (৩) শমূয়েলই সেই হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করবে; এবং (৪) তারপর শৌল কী করবে, সে বিষয় শমূয়েল শৌলকে বলবে। এর আগে আমরা দেখেছি যে, ইজ্রায়েলের সমস্ত প্রজা ও তাদের রাজাকে সদাপ্রভুকে ভয় করতে হবে, সমস্ত অন্তকরণ দিয়ে তাঁর সেবা করতে হবে (১২:১৪)। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে, শৌল শমূয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বরের সেই আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়েছিল।

১। শৌলের অবিবেচনার কাজ (৮-১০): ৮ পদ পর্যন্ত শৌলের যে আচরণের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে কোনও দোষ আমরা দেখতে পাই না। ৪ পদে আমরা দেখেছি, যোনাথনের সেই কাজের দায়িত্ব শৌল নিজে গ্রহণ করেছিল; পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্যরচনা করতে শৌল সমস্ত ইজ্রায়েলের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে; যখন সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে দিশেহারা হয়েছিল, তখনও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

শৌল মাথা ঠাণ্ডা রেখে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করেছে; শমূয়েলের জন্য ৭দিন অপেক্ষা করেছে। কিন্তু শৌল যখন নিজেরে চোখে দেখতে পেল যে, পলেষ্টীয় সৈন্যরা আরও কাছে এসে পড়েছে এবং তার নিজের সৈন্যরা একে একে পালাচ্ছে, তখন শৌল আর ধৈর্য ধরে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে ব্যর্থ হল। সপ্তম দিনের শুরু হওয়া সত্ত্বেও শমূয়েল যখন এলো না, তখন শৌল বাধ্য হল, সেই হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করতে: *"তাতে শৌল বলল, এই স্থানে আমার কাছে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি আনো। পরে শৌল হোমবলি উৎসর্গ করল"* (৯ পদ)। শৌল যদি আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করত, তাহলে তার জীবন-কাহিনী হয়ত সম্পূর্ণ পৃথক হত। কিন্তু শৌল সেই মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, বিচারক বা রাজা হিসাবে তার যে ক্ষমতা, তাকে অতিক্রম করে, সে ঈশ্বরের যাজকের কাজও করেছে, যা তার এক্তিয়ারে ছিল না। আর সেই কাজের পরিণাম তাকে ভোগ করতে হয়েছে।

১০ পদে বলা হয়েছে, শমূয়েল তার কথা মতো সপ্তম দিন শেষ হবার আগেই এসে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়, যখন শৌলের দ্বারা হোমবলি উৎসর্গীকরণ সমাপ্ত হয়েছে। শমূয়েলকে আসতে দেখে শৌল তার সঙ্গে মঙ্গলাবাদ করতে এগিয়ে গেল। এখানে মঙ্গলাবাদ কথার অর্থ, শমূয়েলের প্রতি ঈশ্বরের শান্তি বা আশীর্বাদ কামনার শুভেচ্ছা। লক্ষ্য করার বিষয় হল, শৌল এখানে শমূয়েলকে তার নিজের দ্বারা হোমবলি উৎসর্গের কোনও কথা বলেনি। যাইহোক, শমূয়েল কিন্তু শৌলের প্রতি শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরিবর্তে প্রশ্ন করেছে: *"তুমি কী করলে?"* (১১ পদ)।

২। শৌলের বিভিন্ন অজুহাত (১১-১২): পাপ করার পর আমরা যেমন বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সেই পাপকাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চাই, শৌলও ঠিক সেই কাজটিই এখানে করেছে। শৌলের **প্রথম অজুহাত** হল: *"আমি দেখলাম, লোকেরা আমার কাছ থেকে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে"* (১১ক পদ)। অর্থাৎ, লোকদের ছিন্নভিন্ন হওয়াকে বাধা দিতে, তাদেরকে ফেরাতে শৌলের কিছু করা খুবই প্রয়োজন ছিল, আর তা-ই সে ঈশ্বরের উদ্দেশে সেই হোমবলি উৎসর্গ করেছে। অর্থাৎ, শৌল ভয়ের কাছে নতিস্বীকার করে, ধার্মিকতাকে বিসর্জন দিয়েছে। অর্থাৎ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সে বাধ্য হয়েছে নীতিবিরোধী কাজ করতে। শৌলের **দ্বিতীয় অজুহাত** হল: *"নিরূপিত দিনের মধ্যে আপনিও (শমূয়েল) আসেননি"* (১১খ পদ)। শৌলের এই কথা ঠিক নয়, কারণ শমূয়েল তার নিজের কথা মতো সপ্তম দিনেই এসেছে। শৌল তার এই কথার দ্বারা বলতে চেয়েছে যে, পরিস্থিতির চাপে পড়ে, সে জরুরী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। শৌলের চিন্তায়, সেই পদক্ষেপ পাপপূর্ণ হলেও, কিছু আসে-যায় না। শৌলের **তৃতীয় অজুহাত** হল, *"আর পলেষ্টীয়েরা মিক্‌মসে একত্র হয়েছে"* (১১গ পদ)। ৫ পদানুসারে, মিক্‌মসে পলেষ্টীয়রা শিবির স্থাপন করা কথা বলা হয়েছে, ঠিক কথা, কিন্তু তারা যে ইজ্‌রায়েলীদের বিরুদ্ধে অগ্রস্বর হচ্ছে, এমন কোনও কথা সেখানে বলা হয়নি। কিন্তু শৌল মনে করেছে যে, *"পলেষ্টীয়রা এখনই আমার বিরুদ্ধে গিল্‌গলে নেমে আসবে"* (১২ পদ)। পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে শৌল কেবল নেতিবাচক চিন্তাই করেছে, অবিশ্বাস তার বিপদকে বড় করে দেখিয়েছে। আর তাই, সে হোমবলি উৎসর্গের অনুষ্ঠান পালন করেছে মাত্র, তার দ্বারা হোমবলি উৎসর্গীকৃত হয়নি; যেহেতু তা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে করা হয়নি এবং তা বিশ্বাসে উৎসর্গ করা হয়নি।

এর আগে ৪ অধ্যায়ে, পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন নিয়ম-সিন্দুক এনে ইজ্‌রায়েল অবিশ্বাসের কাজ করেছিল, ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতির দ্বারা যুদ্ধজয় আশা করে, তারা যেমন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়েছিল; এখানে শৌলও তাকেই অনুসরণ করেছে, সে ভেবেছে যে, অবিশ্বাসে হলেও, যে কোনও প্রকারে ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করলেই পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় সম্ভব।

শৌল এই সমস্ত অজুহাতের দ্বারা তার নিজের অবিবেচকের আচরণকে অস্বীকার করে শমূয়েলের উপর দোষ চাপাতে চেয়েছে: শমূয়েল যদি একটু আগে আসত, তাহলে এই সমস্যা এড়ানো সম্ভব ছিল। শৌল তার এই কাজের দ্বারা নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানোর কাজ করেছে; সে ক্ষমতা ভোগ করতে চেয়েছে কিন্তু নিজের দায় নিতে নারাজ; সে ঈশ্বরের প্রজাদের উপর রাজত্ব করতে চায়, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে চায় না।

৩। শৌলের অজ্ঞানতার কাজের ফল (১৩-১৪): শৌল যে কত বড় পাপ করেছে, তা সে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তার কথার দ্বারা সে শমূয়েলকে বোঝাতে চেয়েছে যে, সে এমন কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, এবং শমূয়েলই তাকে এমন কাজ করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু শৌলের এই হাল্কা ও ভিত্তিহীন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অজুহাতকে শমূয়েল সরাসরি বর্জন করেছে এবং শৌলের সেই কাজকে অজ্ঞানতার কাজ ও ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার কাজ হিসাবে বর্ণনা করে, তার পরিণাম শৌলের কাছে ঘোষণা করেছে: *"তুমি অজ্ঞানের কাজ করেছ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়েছেন, তা পালন করনি; পালন করলে সদাপ্রভু এখন ইজ্রায়েলের উপর তোমার রাজত্ব স্থায়ী করতেন।"* শৌলের কাজকে শমূয়েল অজ্ঞানের কাজ বলেছে, কারণ শৌল স্বেচ্ছায় শমূয়েলের দ্বারা উক্ত ঈশ্বরের পরিষ্কার আদেশকে অমান্য করেছে। শৌল ভেবেছিল, যা পরিস্থিতি, তাতে শমূয়েলের জন্য অপেক্ষা করা বা শমূয়েলের কী বলে তা শোনা, হবে বোকার কাজ; আর তা-ই সে নিজে নিজে হোমবলি উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু তার সেই চিন্তাটাই ছিল বোকার চিন্তা। শমূয়েলের এই কথা শুনে শৌল এমন কথাও বলতে পারে না যে, সে ঈশ্বরের আজ্ঞা কী, তা জানত না। কারণ সেই সময় সদাপ্রভু শমূয়েলের কাছে যে বাক্য প্রকাশ করতেন, তা শমূয়েল ইজ্রায়েলের কাছে উপস্থিত করত (৩:১৯-২১)। আর তাই, শমূয়েল স্পষ্ট ভাষায় শৌলকে ঈশ্বরের বাক্য জানিয়েছিল (১০:৮)।

এইভাবে, শৌল যেহেতু *"সদাপ্রভু তাকে যে আজ্ঞা করেছিলেন, সে তা পালন করেনি"* (১৪ পদ), তার দ্বারা ঈশ্বরের প্রজাদের প্রতি তাঁর প্রতিনিধি হয়ে সে যে কত বড় অপরাধ করেছে, তা তার প্রতি বিচার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। ১৪ পদে, শমূয়েল আরও বলেছে, *"এখন তোমার রাজ্য স্থির থাকবে না; সদাপ্রভু নিজের মনের মতো এক জনের অন্বেষণ করে তাকেই নিজের প্রজাদের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেছেন।"* শমূয়েলের এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, শৌলকে যদিও রাজার পদ থেকে তৎক্ষণাৎ ছাঁটাই করা হচ্ছে না; কিন্তু তার সন্তানরা উত্তরাধিকার সূত্রে তার পরে রাজা হতে পারবে না। অর্থাৎ, শৌল আগামী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারবে না। এলি ও শমূয়েলের ন্যায় শৌলের সন্তানরাও তার পদ লাভ করতে পারবে না। এলি ও শমূয়েল যখন তাদের পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছিল এবং তাদের পরবর্তী নেতাদের অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসাবে সাহায্য করতে পেরেছিল; কিন্তু শৌলের ক্ষেত্রে সেই অজ্ঞাত পরবর্তী নেতার উপস্থিতির কথা শৌলকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে এবং শেষের দিকে তাকে তার সঠিক কাজ করতে বাধা দিয়েছে। এইভাবে ইজ্রায়েলের উপর রাজা হিসাবে শৌলের নিয়োগ সঠিক পথ অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে।

এইভাবে, যখন কারুর কোনও নিয়োগ ঠিক মতো কাজ করে না, তখন আমরা অনেক সময় খুব তাড়াতাড়ি এই শেষকথায় উপনীত হই যে, তাকে সেই পদে নিয়োগ করাটাই উচিৎ হয়নি। কিন্তু এমন আচরণের দ্বারা আমরা কাজ বা দায়িত্ব পালনে সেই ব্যক্তির ক্রমশ দায়িত্বকে অস্বীকার করে থাকি। অবশ্যই, অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার দায়িত্ব তাদের হতে পারে, যারা তাকে নিযুক্ত করেছে; কিন্তু শৌলের ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। ঈশ্বর বা শমূয়েলের কাউকেই শৌলের পাপের জন্য দোষী করা সম্ভব নয়। সদাপ্রভুকে ভয় করা ও সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সত্যে তাঁর সেবা করার (১২:২৪) যথেষ্ট ক্ষমতা ও সম্ভাবনা শৌলের মধ্যে ছিল। কিন্তু শৌল তা করেনি। আর সেটাই হল একমাত্র কারণ, যার জন্য সে বিনষ্ট হয়েছিল (১২:২৫)। ঈশ্বর অবশ্যই জানতেন যে, শৌল ব্যর্থ হবে, তথাপি তিনি তাকে একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর যদি কেবল নিখুত ব্যক্তিদের মনোনীত করতেন, তাহলে আমরা কেউই মনোনীত হতাম না। তার পরিবর্তে তিনি আমাদের ন্যায় "মূর্খ ও দূর্বলদের" (১করি. ১:২৭-২৯) মনোনীত করে থাকেন। ঈশ্বর-পুত্র যীশু খ্রীস্ট যদিও নিখুঁতভাবে তাঁর ইচ্ছা পালন করেছেন, কিন্তু তাঁর আগমনের পূর্বে এবং পরে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে আমাদের ন্যায় ভ্রমপ্রবণ মানুষদের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন।

আজ আমরা শৌলের এই ভুল থেকে যে সমস্ত শিক্ষা পাই, তা হল, (১) যখন আমাদের চারপাশের পরিবেশ বড় প্রতিকূল এবং আমাদের সঙ্গতি খুবই সামান্য বলে মনে হয়, তখন আমরা কী করব? আমরা কি শৌলের মতো তাড়াহুড়ো করে নিজেদের বুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত নেব, না-কি গিদিয়নের মতো (বিচার ৭ অধ্যায়) ঈশ্বরে আস্থা রাখব? আমাদের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা কে? (২) যখন ঈশ্বরের সময়-সূচির সঙ্গে আমাদের সময়-সূচির মধ্য দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, তখন কি আমরা শৌলের ন্যায় নিজের সময়-সূচি মেনে কাজ করব, না-কি ঈশ্বরের সময়-সূচি মেনে অপেক্ষা করব? (৩) যখন আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, যখন আমাদের অর্থ, সম্পত্তি, লোকবল, বা ক্ষমতা-প্রতিপত্তি কিছুই কাজে লাগে না, তখনও কি আমরা ঈশ্বরের আস্থা রাখি? এখানে শৌলের প্রকৃত শত্রু পলেষ্টীয়রা ছিল না; কিন্তু তার জীবনের সেই প্রশ্ন: কে আমার জীবনের নিয়ন্ত্রণকর্তা? ঈশ্বর, না আমি নিজে?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com